দৈনিক ইনকিলাব

095

তারিখ 16 FEB 1987 পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র ঢাকা

উপজেলা পরিক্রমা

পীরগঞ্জ

পীরগঞ্জ (রংপুর), ১৪ ফেব্রুয়ারী (সংবাদদাতা)।— রংপুর জেলার সবচেয়ে বড় ও উপেক্ষিত উপজেলার নাম পীরগঞ্জ। ১৫৯ বর্গমাইল আয়তন বিশিষ্ট এ উপজেলার লোকসংখ্যা প্রায় আড়াই লাখ প্রতি বর্গমাইলে ১৫০৭ জন লোকের বাস। ইউনিয়ন পরিষদ ১৫টি এবং গ্রামের সংখ্যা ৩০৮টি।

কৃষি

এ উপজেলার কৃষি ব্যবস্থা এখনও নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত। যার ফলে সুষ্ঠ কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। হাজার হাজার একর জমি এখনও পতিত আছে। প্রতি বছর বড় বিল, আঙ্গারার বিল, আতরাই বিল এলাকায় হাজার হাজার একর জমির ফসল জলাবদ্ধতায় নষ্ট হয়ে যায়। পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা না থাকায় এসব জমির ফসল থেকে বঞ্চিত হচ্ছে কৃষকরা। উক্ত জায়গায় পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করলে প্রতি বছরই কয়েক হাজার টন খাদ্যশস্য বৃদ্ধি পাবে। ধান, পাট, আখ, তামাক, গম, সরিষা, আলু এই উপজেলার প্রধান ফসল।

শিক্ষা

এ উপজেলায় এককটি মহাবিদ্যালয়, ৩০টি উচ্চ বিদ্যালয়, ১শ' ২৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়সহ প্রত্যেকটি উচ্চ বিদ্যালয়গুলোতে আর্থিক সমস্যা প্রকট। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর মধ্যে ১৫টি বিদ্যালয় দীর্ঘদিন ধরে সরকারী অনুমোদনের অপেক্ষায় ঝুলছে। এ ছাড়াও বাকি ১শ' ১১টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর সিংহভাগ বিদ্যালয়ে চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চ, ব্লাকবোর্ড, আসবাবপত্র ও শিক্ষকের অভাব প্রকট। তাছাড়া অনেক বিদ্যালয় গৃহের ছাদ ভাঙ্গা, বেড়া ভাঙ্গা। ফলে, অবাধে গরু-ছাগল বিচরণ করছে। কোন কোন বিদ্যালয়ে নলকূপ না থাকায় বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাব লেগেই আছে।

যোগাযোগ

এখানকার যোগাযোগ ও যাতায়াতের প্রধান মাধ্যম হচ্ছে সড়ক যোগাযোগ। মাত্র ৪০ মাইল পাকা রাস্তা ও আধা পাকা রাস্তা ৭ মাইল। বাকী রাস্তা কাঁচা। বর্ষাকালে সামান্য একটু বৃষ্টিতে ৪০ মাইল রাস্তা ছাড়া বিকল্প যোগাযোগ নেই। মাদারগঞ্জ থেকে খালাশপীর প্রায় ১২ মাইল— এই রাস্তাটি পাকা না হওয়ায় জনগণকে দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে।

হাট-বাজার

এ উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় বড় বড় হাট রয়েছে ১৩টি এবং বাজার আছে ২০টি। এগুলোর অবস্থা করুণ। অধিকাংশ হাটে টিনের ছাউনি না থাকায় রোদে পুড়ে পানিতে ভিজে বেচাকেনা করতে হয়। হাটগুলোতে ইজারাদারদের দৌরাত্ম্য চরমে উঠেছে। তারা জোরপূর্বক ক্রেতা ও বিক্রেতাদের কাছ থেকে টোল আদায় করছে। এ অবস্থা বিশেষ করে বালুয়া, মাদারগঞ্জ, চতরা, ভেণ্ডাবাড়ী, খালাশপীর, শানেরহাট, গুর্জিপাড়া, টুকরিয়াহাটে পরিলক্ষিত হচ্ছে।

চিকিৎসা

এ উপজেলায় একটি মাত্র হাসপাতাল। জন্মলগ্ন থেকেই হাসপাতালটি নানা সমস্যায় জর্জরিত। এ হাসপাতালে প্রতিদিন শতশত রোগী এসে ভালো ওষুধ না পেয়ে ফিরে যায়। অধিকাংশ বেডে তোষক নেই, থাকলেও ছেঁড়া, বেডসীট নোংরা, মশারীর অভাব, প্রয়োজনীয় ফ্যানের অভাব। ফলে রোগীদের দুর্ভোগ পোহাতে হয়। এবং বাড়ী থেকে বেশীর ভাগ সময়ই বিছানাপত্র আনতে হয়। প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি না থাকায় অপারেশনের কাজ ব্যাহত হচ্ছে।

বিদ্যুৎ

সরকারের পল্লী বিদ্যুতায়ন প্রকল্পের অধীনে উপজেলার বিভিন্ন এলাকার জনগণ সুফল পেতে শুরু করলেও এখানকার অন্যতম ব্যবসা কেন্দ্র খালাশপীরে বিদ্যুৎ না থাকায় উক্ত এলাকাবাসী প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।